যুগান্তর

তারিখ 20 DEC 2005
পৃঃ ৪ কলাম ১

শিক্ষা ভবনে দুর্নীতি

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড– ইহা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সামগ্রিক পরিস্থিতি নৈরাজ্যজনক। টিআইবি'র গবেষণায়ও বলা হইয়াছে, দেশের দুর্নীতিগ্রস্ত খাতগুলির মধ্যে শিক্ষা খাত অন্যতম। রবিবার যুগান্তরে প্রকাশিত শিক্ষা সংক্রান্ত এক খবরে বলা হইয়াছে, শিক্ষা ভবনে শিক্ষক হয়রানিসহ নানারকম দুর্নীতি সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, অনিয়মই শিক্ষা ভবনে অলিখিত নিয়মে পরিণত হইয়াছে। দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতার অপপ্রয়োগসহ এমন কোন নেতিবাচক কাজ নাই যাহা সেইখানে পরিলক্ষিত হয় না। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে দেশের হাজার হাজার শিক্ষক প্রতিদিন অবর্ণনীয় হয়রানির শিকার হইতেছেন। জরুরি ছুটি, বেতন ছাড়, প্রমোশন, বদলি, পেনশন-ভাতা ইত্যাদি লইয়া একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেদের আখের গোছাইতে ব্যস্ত। তাহাদের চাহিদা মোতাবেক দাবি মিটাইতে না পারিলে ফাইল আটকাইয়া রাখা হয়। ফাইল গায়েব হইবার ঘটনাও ঘটিতেছে অহরহ। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তো বটেই, শিক্ষা ভবনের চেয়ার-টেবিলও নাকি দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সচিব, বোর্ড চেয়ারম্যানসহ কর্তাব্যক্তিদের সতর্কবাণীও কোনই সুফল দিতেছে না। যুগান্তরে প্রকাশিত ওই খবরে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপিত হইয়াছে। একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা সাংবাদিকদের প্রতি হুঙ্কার দিয়া বলিয়াছেন, আপনারা যাহা খুশি লিখিয়া দেন, কোন সমস্যা নাই। দুর্নীতির শিকড় কতখানি বিস্তৃত উল্লিখিত কর্মকর্তার বক্তব্য হইতে অনুমান করা যায়। প্রশ্ন হইতেছে এই সকল দুর্নীতিবাজের খুঁটির জোর কোথায়? কোন শক্তিবলে তাহারা সকল কিছু উলটপালট করিয়া দেয়? দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে দুর্নীতি এখন ওপেন সিক্রেট। অবনতিশীল শিক্ষাচিত্র হইতে উহা বিচ্ছিন্ন কিছু নহে। সুদীর্ঘকাল ধরিয়াই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে দুর্নীতি এবং কর্তব্যে অবহেলা দাপটের সহিত চলিতেছে। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া হইতে শুরু করিয়া ছাত্র ভর্তি, উপবৃত্তি ইত্যাকার প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। সকল কিছুর কলকাঠিই নাড়া হয় শিক্ষাভবন হইতে। সরকার দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে ঢালিয়া সাজাইবার কথা বারংবার বলিলেও এই ক্ষেত্রে নৈরাজ্যই মাথাচাড় দিয়াছে। তবে কি শিক্ষাভবন অভিভাবকহীন? শিক্ষাভবনের লাগামহীন দুর্নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহার নেতিবাচক প্রভাব গোটা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। ইহার অবসান প্রয়োজন। কোন টোটকা ঔষধে এই ক্ষেত্রে কাজ হইবে না। দুর্নীতিবাজদের বহাল তবিয়তে রাখিয়া কোনরকম সুফল প্রত্যাশা একেবারেই অমূলক। শিক্ষাভবনের টেবিলে টেবিলে দুর্নীতি জাঁকিয়া বসিয়াছে। অবিলম্বে ইহার মূলোৎপাটন করা না হইলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই ধসিয়া পড়িবে।